R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এস, কে, রায় হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম
সিমেন্ট
রং

ফ্যান
ল্যাম্প
মেসিন-পার্টস

৬৩শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২রা জুন, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

অপারেশনের পর মাত্রাতিরিক্ত সহবাস স্বাস্থ্যহানিকর

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৯ মে—ভ্যাসাকটমি অপারেশনের পর পুরুষদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে, কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে, ক্ষতস্থানে সেপটিক হচ্ছে প্রভৃতি দৃষ্টি আকর্ষণী বিতর্কের জবাবে জেলা পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক বলেন, 'ভ্যাসাকটমির পর স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ফলে স্বাস্থ্য-হানি ঘটে। সন্তান সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবার পর পুরুষদের বেপরোয়া মনোভাবই শারীরিক দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তা ছাড়াও ডাক্তাররা যে সব নির্দেশ দেন পুরুষরা তা মেনে চলেন না। আর সেপটিক? কয়েক হাজারে মাত্র কয়েকজনের হলে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।' আজ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা, বৃক্ষ রোপণ এবং স্বল্প সঞ্চয় সভায় জেলা শাসক নারায়ণ স্বামী রামজীর পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কীয় বক্তব্যের ওপর এই বিতর্ক প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে। জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভ্যাসাকটমি কখনই শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে না। অশিক্ষাই এর অন্যতম কারণ। তাই সরকারের কাজ হবে দেশের লোককে আরো বেশী শিক্ষিত করে তোলা। সভায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, শিক্ষক, অঞ্চল প্রধান, স্বল্প সঞ্চয় ও বৃক্ষ রোপণ বিভাগের অফিসাররা, মেডিক্যাল অফিসার, মহকুমা শাসক প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন জেলা শাসক।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেলা শাসক বলেন, জুন মাস থেকে যে সমস্ত ক্লাব ভ্যাসাকটমি কেস দিতে পারবেন তাঁদেরকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত সরকারী অনুদান দেওয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে না পারলে তাঁদের অনুদানের জন্য কোন রকম রেকমেনড করা হবে না। গ্রুপ হিসেবে এক মাসে ১০টি কেস দিতে পারলে ৯০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামীণ পাঠাগার, মহিলা সমিতি ও অন্যান্য সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকেও পরিকল্পনা রূপায়ণে এগিয়ে আসতে হবে।

জেলা শাসক আরো জানান, প্রত্যেক ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকার স্বল্প সঞ্চয় আমানত খোলাতেই হবে। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার যুবকরাও এর সুযোগ নিতে পারবেন। এ ছাড়াও যে সমস্ত ক্লাব বছরে ১০০ গাছ লাগিয়ে যত্ন নিতে পারবেন, তাঁদের অনুদান দেওয়া হবে।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী জানান, ২০, ২১, ২৭ ও ২৮ মে যথাক্রমে ফরাক্কা, ধুলিয়ান, সাগরদীঘি, ...

খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে রঘুনাথগঞ্জের যুবতীর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সর্বভারতীয় যুবনেতা সঞ্জয় গান্ধীর বহরমপুর সমাবেশ শেষে গত ২৩ মে গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরার পথে খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে রঘুনাথগঞ্জ শহরের জনৈকা যুবতীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই যুবতী জেলা যুব কংগ্রেসের স্থানীয় সদস্য মহঃ বদিউজ্জমান ওরফে কালু খাঁর সঙ্গিনী হয়ে ওই দিন বহরমপুর গিয়েছিল সঞ্জয়কে দেখতে। সঞ্জয়ের সভা শেষ হয়ে যাবার পর হাজার হাজার যাত্রীর সঙ্গে ঘরে ফেরার জন্যে তারাও হাজির হয় খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে। ভিড়ের চাপে সন্ধ্যার সময় পর পর দুটো ট্রেনে চড়তে না পেরে তারা অপেক্ষা করতে থাকে রাত্রের ট্রেনের জন্যে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলার ২৮-টি স্কুলে +২ ক্লাস অনুমোদিত

বিশেষ প্রতিনিধি : আমাদের জেলার ২৮টি স্কুল এখন পর্যন্ত +২ ক্লাসের অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় আছে ৫টি স্কুল ও একটি কলেজ। সেগুলি হল : জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, সাগরদীঘি এস এন হাই স্কুল, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেকট স্কুল, বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, কাঞ্চনতলা হাই স্কুল ও অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজ। অতি সম্প্রতি মঞ্জুরি-পত্রগুলি এসে পৌঁচেছে মাধ্যমিক পর্ষদ থেকে। ১০+২ পাঠক্রমের +২ শুরু হচ্ছে আগামী জুলাই থেকে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, জেলায় মোট ৫৮টি স্কুল +২ এর জন্য আবেদন করেছিল।

প্রাঃ অবর স্কুল পরিদর্শকের ১২টি পদ খালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ মে—জেলায় প্রাথমিক অবর স্কুল পরিদর্শকের ১২টি পদ খালি পড়ে রয়েছে। এবং অবর পরিদর্শকের অভাবে সাগরদীঘিতে গত বছর এপ্রিল মাসে অনুমোদিত প্রাথমিক অবর স্কুল পরিদর্শকের অফিস খোলা সম্ভব হচ্ছে না। আজ এ খবর জানা যায় একজন অবর পরিদর্শকের কাছ থেকে। তিনি আরো জানান, ফরাক্কা, সুতী, সাগরদীঘি পূর্ব, রঘুনাথগঞ্জ পশ্চিম প্রভৃতি অফিসগুলি অবর পরিদর্শকহীন হয়ে রয়েছে। তাঁর মতে 'কম বেতনই' নাকি অবর পরিদর্শক আকালের অন্যতম কারণ।

এ বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপটেমবর পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ভ্যাসাকটমি ৪৯৫, টিউবেকটমি ১৬৫, অন্যান্য ৩৯০ সাকুল্যে ১০৫০।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

নমেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

প্রত্যাশা-পূরণের ইঙ্গিত

স্বাগত ডব্লু ৪২১/৩/২ নম্বরযুক্ত ৪/৫/৭৬ তারিখের চিঠিটি। পত্রলেখক—পূর্ব রেলের চীফ ইনজিনিয়ার; পত্রটির প্রাপক—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বিষয়বস্তু—জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্য ওভার ব্রীজ তৈয়ারীর আয়োজন চলিতেছে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রেরণ করা হইতেছে। পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে এই ওভার ব্রীজ তৈয়ারী সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্ব প্রকার চেষ্টা চালান হইতেছে।

জঙ্গিপুরের একটি অতি অবশ্য প্রয়োজন পূরণ হইতে চলিয়াছে বলিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের এই অভাবের কথা চারি বৎসর পূর্বে প্রকাশ করা হয়। এই ষ্টেশনের আপ ও ডাউন প্লাটফরম দুইটির সংযোগকারী সেতুর বড় প্রয়োজন ছিল। রেল লাইন পার হইয়া উঁচু প্লাটফরমে উঠা যেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, তেমনি ছিল প্রাণের ঝুঁকি ও বিপদাশঙ্কা এবং তেমনি কষ্টকর ও প্রায় অসম্ভব ছিল বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু ও রোগীদের পক্ষে কসরৎ করিয়া দুই দিকের প্লাটফরমে উঠা। ঘুরিয়া যাইতেও যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হইত। মোট কথা, এক প্লাটফরম হইতে অন্য প্লাটফরমে যাওয়ায় যাত্রী সাধারণের কষ্ট ও দুর্ভোগের অবধি থাকিত না।

আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকে শুধু প্রতিবেদন আকারেই নয়। সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এই অভাবের কথা ও যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা জানাইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় নামিয়াছিলেন জঙ্গিপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ওভার ব্রীজের দাবী—একটি মানবিক দাবী ছিল। এই দাবীতে সোচ্চার হইয়া পুরপতি ডাঃ চট্টোপাধ্যায় লেখালেখি শুরু করেন। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে সরেজমিনে তদন্ত, প্রাথমিক রিপোর্ট, তাহার পর ছক বা নকসা তৈয়ারী প্রভৃতি কাজ চলিতে থাকে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একাধিকবার এই ওভার ব্রীজের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

আমরা আনন্দিত—রেল দপ্তর রেল যাত্রীদের দুর্ভোগ ব্যাপারে অবহিত হইয়া এতদিনের প্রত্যাশা পূরণ করিতে চলিয়াছেন। আমরা আনন্দিত, এক মানবিক দাবীতে জঙ্গিপুর পুরসভা আমাদের সামিল হইয়াছিলেন। আমরা আনন্দিত, জনগণের স্বার্থে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলাম। এখন যত তাড়াতাড়ি এই ওভার ব্রীজ নির্মিত হয়, ততই মঙ্গল। পূর্ব রেল দপ্তর ও জঙ্গিপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাহিত্য পরিষদের নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ মে—গতকাল সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর সাহিত্য পরিষদ জঙ্গিপুর পুরভবনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের ৭৮ তম জন্মদিবস এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে। আবৃত্তি, গান, কথিকা প্রভৃতির সমন্বয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অচিন্ত্য সিংহ। অনুষ্ঠানে জনৈক সদস্য 'নজরুলকে বাংলাদেশ থেকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হোক'—এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 'বিদ্রোহী নজরুল' শীর্ষক একটি গীতি আলেখ্যও পারবেশিত হয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরীক্ষায় টোকাটুকি

১৯ মে তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'পরীক্ষা কেন্দ্রের গারড বহিস্কৃত' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পরিচায়ক। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পরীক্ষা হলের ব্ল্যাক বোরডে পরীক্ষার্থীদের জন্য অঙ্ক কষতে উদ্যোগী হওয়ায় গারডের বিরুদ্ধে বোখারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সেনটার-ইন-চারজ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট গারডের বহিষ্কারের ঘটনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। পরীক্ষায় টোকাটুকির ইন্ধন যোগানোর বিরুদ্ধে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য দূরীকরণে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই কেন্দ্রের পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আপনাদের পত্রিকায় খবরটি প্রকাশের পর। প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে তল্লাসী করে কেন্দ্রে ঢোকানো হয়েছিল এবং হলের ভেতর যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়েছিল। আমি একজন অভিভাবক হিসেবে পরীক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বোখারা স্কুল কেন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষানুরাগীদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

—জনৈক অভিভাবক

গ্রাম থেকে ফিরে :

মিরজাপুরের চার তারকা
ঝরনা-প্রণতি-শ্যামা-সুষমা

সত্যনারায়ণ ভকত : ওরা চারজন গ্রামের মেয়ে। পড়াশুনাও গ্রামের স্কুলে। চালচুলো, ধ্যান-ধারণা সবই গ্রামের। গ্রামের নাম মিরজাপুর, স্কুলের নাম দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়। কাছের শহর রঘুনাথগঞ্জ। শুধুই শহর নয়, মহকুমা শহর। এত কাছে শহর হলে কি হবে! ওরা কিন্তু পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি শহরের কাছে। ওদের সেই লাজুক লাজুক মুখ, মাথা নিচু করে কথা বলা অথবা কথা বলার সময় আড়ষ্টতা কাটাতে ঘেমে নেয়ে যাওয়া—এ সবই দেখেছি মিরজাপুরের চার তারকা ঝরণা-প্রণতি-শ্যামা-সুষমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়। অথচ এরাই সর্বভারতীয় গ্রামীণ খেলাধূলার আসরে বার বার বাজিমাৎ করে চমকে দিয়েছে আমাদের। একের পর এক সোনা-রূপা জিতে এনে উজ্জ্বল করেছে জঙ্গিপুর মহকুমাকে, মুর্শিদাবাদ জেলাকে তথা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে।

প্রথমে ঝরনা দাসের কথাই ধরা যাক। দু'মাস আগে যখন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল ১৩ বছর ৮ মাস। বাবা গৌরচন্দ্র দাস বেঁচে নেই। দু'ভাই, দু'বোন। ১৯৭৪ সাল থেকে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে প্র্যাকটিস শুরু করে। সে বছরই তামিলনাড়ুতে সারা ভারত কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে ৩য় স্থান দখল করে। পুরস্কার পায় ব্রোঞ্জ পদক। ৭৫-৭৬ সালে সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আসামের জোড়হাটে সটপাটে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও জাভালিনে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ১৯৭৬-এ পাঞ্জাবের জলন্ধরে সারা ভারত স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সটপাট ও ডিসকাসে প্রথম হলে দুটোতেই স্বর্ণপদক লাভ করে। কোচ করুণাময় দাস জানান, নবম শ্রেণীর ছাত্রী ঝরনা দাস সটপাট ও ডিসকাস দুই-ই পছন্দ করে।

পঞ্চানন সাহার মেয়ে প্রণতিরা ছ'ভাইবোন। প্রণতি হাই জাম্প, লং জাম্প ও রান প্র্যাকটিস করে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে। ১৯৭৫-এ সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রথম আসাম যায়। সেখানে হাইজাম্পে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পায়। ১৩ বছর বয়সের প্রণতি এখন নাইনে পড়ে। বড় হয়ে চাকরি করার ইচ্ছে প্রবল।

মিরজাপুরের প্রথম তারকা শ্যামাদাসী ঘোষ প্রায় ৫ মাস বিশ্রামের পর আবার পুরনো রেকরডে পৌঁচেছে গত ১৫ মে। এ বছর ৪ জানুয়ারী একটা ভলি বল ধরতে গিয়ে পড়ে যায় এবং আঘাতে একটি হাত ডিসলোকেসন হয়। ৭ জানুয়ারী একস্ রে রিপোরট পাবার পরদিন বহরমপুরে হাত সেট হয়। চেক একস্-রেতে দেখা যায় হাত ভালভাবে সেট হয়েছে। তার চিকিৎসক রঘুনাথগঞ্জের ডাঃ অনন্ত চন্দ্র জানান, শ্যামাকে অন্ততঃ ৬ মাস বিশ্রাম নিতে হবে। হাতের ক্ষতি হলেও শ্যামা খেলোয়াড়সুলভ আচরণকে বিশ্রাম দিতে পারেনি। চঞ্চল হয়েছে শিবরাম স্মৃতি ক্লাব ও পাঠাগারের মাঠে গিয়ে। কলকাতা পি জির ডাক্তার বলেছিলেন প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে। তাই ও প্র্যাকটিস করেছে। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সটপাটে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তো আগেই লিখেছি তাই নতুন করে বলার কিছুই নাই। শুধু বলব শ্যামা সকলের উন্নতি কামনা করে, সবাইকে ভালবাসে।

সুষমা শোশা আর শ্যামাদাসী ঘোষ একই ক্লাবের মানে শিবরাম স্মৃতি ক্লাব ও পাঠাগারের হলেও হাই জাম্পে সুষমা শ্যামার চেয়েও বড় হতে চায়। আর সেই মনোভাব নিয়েই

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মশিক্ষা রূপায়ণে আহ্বান

সাগরদীঘি, ৩১ মে—গতকাল সাগরদীঘি এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন মাধ্যমিক পর্ষদ সচিব অনিলচন্দ্র বিশ্বাস ও পর্ষদ উপসচিব শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক গৌরী ভট্টাচার্য।

প্রধান অতিথি অনিলবাবু কর্ম-শিক্ষাকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে কিভাবে সমন্বিত ও অনুষঙ্গী করা যায় তার ব্যবহারিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আলোচনা করেন এবং শিক্ষক সমাজের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষ অতিথি শান্তিরামবাবু 'পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙার মধুর আনন্দ' নিয়ে এই প্রভাতী সভায় উপস্থিত থাকতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাগরদীঘির শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও অবদানের উল্লেখ করে তিনি নতুন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর সুষ্ঠু ও সার্থক রূপায়ণে শিক্ষক সমাজকে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে অনুরোধ জানান।

আজ এই বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কবিতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করে বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহঃ সোহরাব বলেন, কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গে কর্মশিক্ষার দ্রুত অথচ সার্থক রূপায়ণ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ভারতের মধ্যে এ রাজ্যই এ বিষয়ে অগ্রণী রয়েছে বলে তাঁরা অভিমত পোষণ করেছেন। আজকের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

খেলার খবর

সামসেরগঞ্জ ব্লক স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ধুলিয়ান নতুন বাজার মাঠে সম্প্রতি গাজিনগর বনাম ইলামী হাডুডু দলের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে গাজীনগর দল ইলামী দলকে ২—০ চাঁদে পরাজিত করে শিল্ড বিজয়ী হন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমাজ সেবা সংঘ।

পাইপগান পুলিশের হেফাজতে, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ মে—গরু দিয়ে জমির ফসল খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে সাগরদীঘি থানার ভূমিহর গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানার ধলো গ্রামের একদল লোকের গণ্ডগোলের ঘটনায় ২২ মে রাত্রে ধলো গ্রামের দল ভূমিহর গ্রামের সশস্ত্র দলের হাতে আক্রান্ত হলে ধলো দল ভূমিহর দলের কাছ হতে একটি পাইপগান কেড়ে নেয়। তিনদিন পর পাইপগানটি রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার ও আটক করে এবং ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে বলে জানা যায়।

বালকের সলিল সমাধি

জঙ্গিপুর, ১ জুন—গত শনিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেন্দ্রা গ্রামের কাছে একটি খাদে ডুবে লালখাঁর দিয়াড়ের দানেশ সেখের ৫ বছর বয়সের ছেলে মারা যায়। জানা গিয়েছে যে, রাস্তা তৈরীর জন্য ইট কাটার পর জায়গাটিতে খাদের সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির জল জমে সেটি ভরাট হয়েছে। ঘটনার দিন আরো কয়েক-জনের সঙ্গে সে সাঁতার কাটতে নেমে আর ওঠেনি।

ভাইপোর হাতে পিসি খুন

সাগরদীঘি, ২৪ মে—গতকাল এই থানার মনিগ্রামে অশীতিপর বৃদ্ধা চাঁদু দাসী মারা গেল। আগের দিন তার ভাইপো জয়হিন্দ মাল তাকে প্রচণ্ড-ভাবে প্রহার করেছিল। সেইদিনই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফেরার পর সে মারা যায়। পুলিশ জয়হিন্দকে গ্রেপ্তার করেছে। ধরা পড়ে পুলিশকে সে বলেছে, তার হাত দুটো যেন ভেঙে দেওয়া হয়, পা দুটো ভবিষ্যতে ভিক্ষে করে খাবার জন্য যেন অক্ষত রাখা হয়।

প্রেক্ষাগৃহে আবার ধূমপান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ জুন—পুলিশী তৎপরতায় গত বছর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের সিনেমা হল দু'টিতে ধূমপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। ইদানিং আবার সেই প্রবণতা মাথা চাড়া দিচ্ছে। গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর গণেশ টকীজে একটি ছবি দেখার সময় আমাদের সংবাদদাতা প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে কয়েকজন দর্শককে ধূমপান করতে দেখেছেন।

অপহৃত ট্রাক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ২৫ মে জাতীয় সড়কের উমরপুর মোড় থেকে ডব্লু এম কে ৩১৮৮ নম্বরযুক্ত একটি ট্রাক আটক করে এবং ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, ৯ মে ডব্লু এম কে ৩১৮২ নম্বরের একটি ট্রাক আম বোঝাই হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে রওনা হয়। কিন্তু মাঝ পথে চালক ও ক্লীনারসহ ট্রাকটি উধাও হয়। ট্রাকের মালিক জলপাইগুড়ির। তিনি চারদিকে খোঁজখবর শুরু করেন। পুলিশ জানায় যে, আটক ট্রাকটিই নিখোঁজ সেই ট্রাক। শুধু নম্বর বদলে দেওয়া হয়েছে এই যা তফাৎ। আর আসল চালক এবং ক্লীনারের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

কিশোরীর উপর বলাৎকার

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মে—গতকাল সন্ধ্যায় জঙ্গিপুরে সিনেমা হলের সামনের রায়দের বাগানের দু'জন পাহারাদার বাগানের ভেতর জনৈকা কিশোরীর উপর বলাৎকার করে। এই কিশোরীর নাম মঞ্জুরী বেগম, বাড়ী মহম্মদপুর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কিশোরীটির বাবার একটি চায়ের দোকান আছে ওই সিনেমা হলের পাশে। সেই দোকান থেকে সে সন্ধ্যায় একা বাড়ী ফিরছিল। পথে বাগানের পাহারা-দাররা ওকে আম খাওয়াবে বলে ডাকে বাগানের ভেতরে। এবং সেখানে পাশবিক অত্যাচার চালায় তার উপর। মঞ্জুরীর বাবা থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়েছে। পাহারাদাররা ধরা পড়েনি।

নিয়তি—সড়ক দুর্ঘটনা

সংবাদদাতা : সাগরদীঘি হাই স্কুলের শিক্ষক বৈদ্যনাথ ঘোষ গত ২০ মে পাঁচগ্রাম থেকে মোটর সাইকেলে আসার সময় নবগ্রাম কালীতলার কাছে গুড়ার যোগিন্দর হালদার নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধকে ধাক্কা মারেন। বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হবার পর আহত বৃদ্ধ মারা যান বৈদ্যনাথবাবু থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন। জানা যায়, বছর দুই আগে নিহত বৃদ্ধের বড় ছেলে বাসের তলায় চাপা পড়ে মারা যায়।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন
রঘুনাথগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমগ্র জটিল রোগার্ত্ত নর-নারী ও আর্ত্তের সেবায় আসিয়া-ছেন মাত্র ৩২ দিনের জন্য বাংলার খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং ভবানী ঔষধালয়ের চিকিৎসা বোর্ডের প্রধান কবিরাজ এম, এম, চ্যাটার্জী,
রাজবৈদ্য কবিরত্ন বিদ্যাভূষণ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।
স্থান—ভবানী ঔষধালয়ের রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রোগী দেখিবার সময় : সকাল ৭টা হইতে ১২টা এবং
বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা।
অবস্থিতিকাল : ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই আষাঢ়।
(ইং ২৪শে মে হইতে ২৪শে জুন)

কুসীদজীবীর বাসনপত্র বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামের একজন কুসীদজীবীর বাড়ী তল্লাসি চালিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার বড় দারোগা প্রায় দু' হাজার টাকা দামের কাঁসা-পেতলের বাসনপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন। এই কুসীদজীবীর নাম দুলুপদ সাহা, মারা গিয়েছেন তিন মাস আগে। সম্পত্তির ওয়ারিশ নিয়ে তাঁর দুই নাতনী পুষ্প ও ঊষা বিরোধ বাধালে এবং বন্ধকীর বাসনপত্র ফেরত না দিয়ে ভাগাভাগি ও বিক্রীর চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে সেগুলি আটকায় এবং তল্লাসি চালিয়ে ওই পরিমাণ বাসনপত্র আটক করে।

বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সরকারী স্বীকৃতি লাভ

অরঙ্গাবাদ, ৩১ মে—গত বছর নভেম্বর মাসে আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পাদককে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কারের পর মহঃ হোসেন আলির নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন নামে যে নতুন ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, গত ২৭ মে সেই ইউনিয়ন সরকারীভাবে নথীভুক্ত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে প্রকাশ পেয়েছে যে, নতুন ইউনিয়নটি গঠিত হওয়ার পর স্বীকৃতিদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছিল।

রঘুনাথগঞ্জের যুবতীর শ্লীলতাহানি (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেদিন রাত্রে খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনের কর্তব্যরত সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার মলয়কুমার মজুমদার ২৫ মে আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানান, রাত দুটো নাগাদ কালু খাঁর সঙ্গে যুবতীটি খাবারের সন্ধানে ষ্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই তিন চারজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবক ওদের আটকায়। এবং যুবতীটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কালু খাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। পাঞ্জা হেরে কালু খাঁ যুবতীটিকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে আপন জান বাঁচাতে পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা তখন যুবতীটিকে জোর করে বহরমপুর-কান্দী সড়কের লেভেল ক্রশিং-এর পাশের এক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে। মেয়েটি কোন রকমে তাদের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে চলে আসে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে। তাকে ঘিরে সেখানে শ' পাঁচেক লোক জড় হয়। মলয়বাবু এবং সাদা পোশাকের কর্তব্যরত দু'জন গোয়েন্দা পুলিশ মেয়েটিকে নিয়ে আসেন ষ্টেশন অফিসে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা উপরোক্ত ঘটনা জানতে পারেন। কেলেঙ্কারীর ভয়ে মেয়েটি নাম প্রকাশ করতে অথবা লিখিত-ভাবে কোন এজাহার দিতে অস্বীকার করে। শুধু জানায় তার বাড়ী 'রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস পাড়ায়'। সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার জানান, ঘণ্টাখানেক পর কালু খাঁ ফিরে এলে তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করেন।

মলয়বাবু আরো জানান, নিরাপত্তার অভাবে খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনটি রাত্রে তো বটেই দিনের বেলাতেও মহিলা যাত্রীদের পক্ষে চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। শুধু এই ঘটনাই নয়, মেয়েদের শ্লীলতাহানির ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে। মাস কয়েক আগে প্রকাশ্য দিবালোকে তল্লাসীর নাম করে জনৈকা ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল। সাত আট জন যুবক এ সব করে বেড়ায়। টহলদার পুলিশ মোতায়েন বা মোবাইল চেকিং-এর ব্যবস্থা করলে অবস্থা আয়ত্তে আসতে পারে।

মিরজাপুরের চার তারকা (২য় পৃষ্ঠার পর)

সারা ভারত গ্রামীণ খেলাধূলায় অংশ নিতে সে আসাম গিয়েছিল, হাই জাম্পে ২য় হয়েছিল, রৌপ্য পদক লাভ করেছিল। নাইনের ছাত্রী সুষমাকে নিয়ে সন্তোষকুমার শোশার ৪ ছেলে ৪ মেয়ে। যদিও পরিবার পরিকল্পনার যুগে এত ছেলেমেয়ে অবাঞ্ছনীয়। যাই হোক, সুষমা রেগুলার হাই জাম্প, লং জাম্প ও ১০০ মিঃ রাণ প্র্যাকটিস করে শিবরামের মাঠে। গ্রাম হলে কি হবে, এখানকার মেয়েরা সামাজিক কোন বাধার সম্মুখীন হয় না গ্রামে খেলতে অথবা বাইরে খেলতে যেতে।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

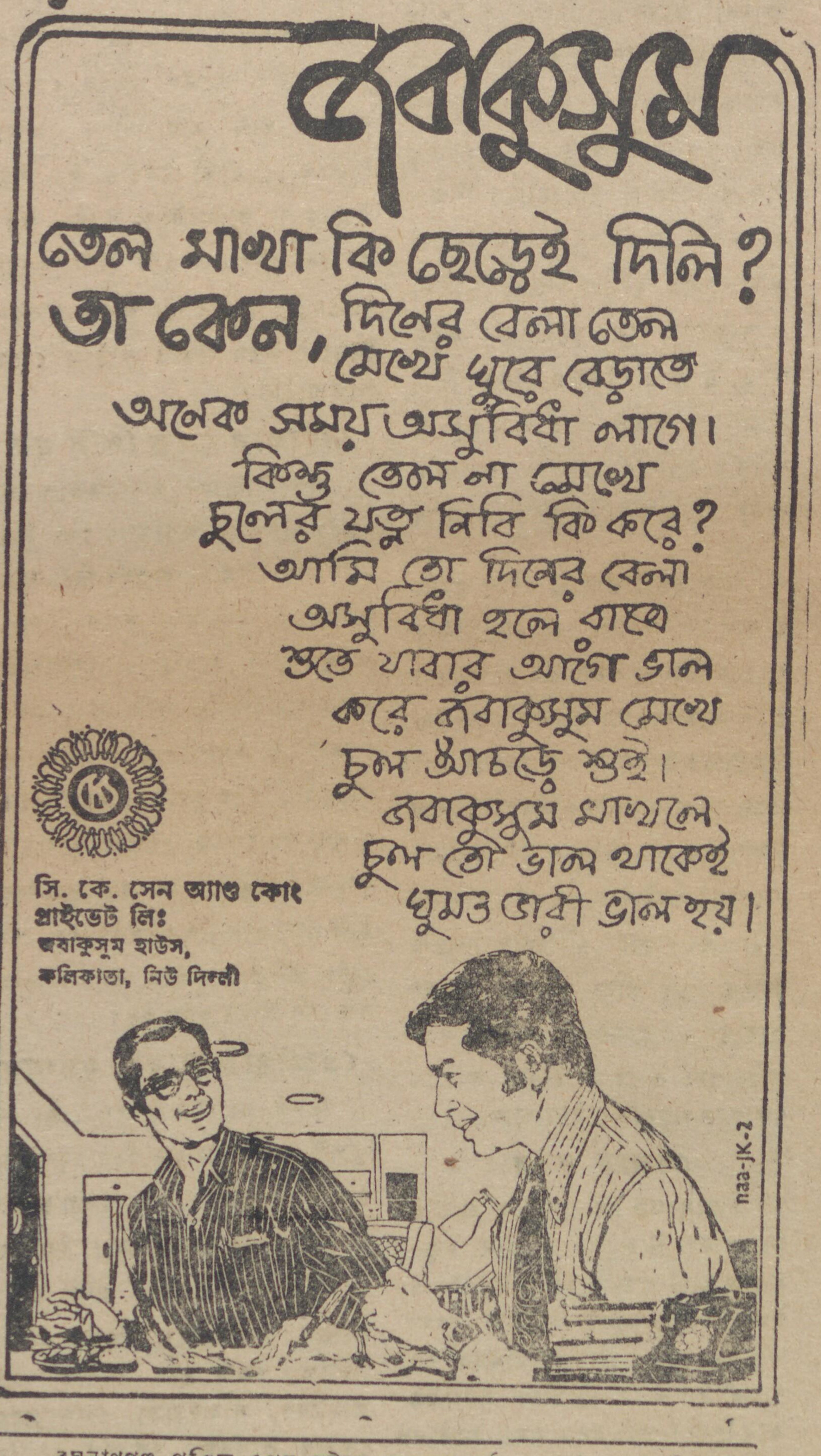

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।